ইসলামের চোখে নারী

ড. ইউসুফ আল কারজাভি (রহ.)
ভাষান্তর : ওয়াহিদ আমিম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

পাশ্চাত্য সমাজে নারী **১৫**

- নারীদের ওপর জুলুমকারী মানুষ দুই শ্রেণির ১৬
- একটি মিথ্যা রটনা ১৭
- নারী মানেই অকল্যাণ : একটি মিথ্যা ১৮
- নারীদের স্বর সতরের অন্তর্গত ১৮
- নারীদের ফিতনা ২০
- সুফাহা দ্বারা উদ্দেশ্য ২৩
- নারীদের ব্যাপারে সাধারণ নীতি ২৬

নারীদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি **২৮**

- আদম (আ.)-কে জান্নাত থেকে বের করার দায় কার৩৩

নারী-পুরুষের একসাথে কাজ করার বিধান **৪০**

- নারী-পুরুষের যৌথ কাজের বিধান ৫০
- নারী-পুরুষের যৌথ আনন্দভ্রমণ ৫৩
- নারী পুরুষের যৌথ সফরে পালনীয় শিষ্টাচার ৫৪
- নারী-পুরুষের সাক্ষাৎ কখন নিষিদ্ধ ৫৯
- নারীদের নাম আওরা নয় ৬০
- স্ত্রীর জন্য স্বামীর মেহমানদের খেদমত ৬২
- পুরুষের জন্য নারীর এবং নারীর জন্য পুরুষের শুশ্রূষা করা৬৩
- মহিলাদের সালাম দেওয়া ৬৭
- বিপরীর লিঙ্গের কাউকে সালাম দেওয়ার জন্য শর্তারোপ৭০
- মহিলাদের সালাম দেওয়ার ব্যাপারে সালাফদের অভিমত৭১
- বিপরীত লিঙ্গের সাথে মুসাফাহার বিধান ৭৩
- ফিতনা না থাকলে মুসাফাহা জায়েজ ৮১

মহিলাদের পোশাক ও সৌন্দর্য **৮৪**

- মহিলাদের সৌন্দর্য ৮৪
- হাত ও মুখমণ্ডল খোলা রাখার অনুমতির কারণ ৮৬
- শরিয়াহ নির্দেশিত পোশাকের বৈশিষ্ট্য ৮৭
- যাদের সামনে মহিলাদের সৌন্দর্য প্রকাশ অনুমিত ৮৯
- তাবাররুজ বা সৌন্দর্য প্রদর্শনী নিষিদ্ধ ৯১

◈ তাবাররুজ দ্বারা উদ্দেশ্য ৯১
◈ সৌন্দর্য প্রদর্শনের প্রকৃতি ৯২
◈ তাবাররুজ থেকে বেঁচে থাকার উপায় ৯৩
◈ পুরুষের প্রতি নারীর তাকানো ৯৫
◈ চুল গোপন সৌন্দর্য ৯৬
◈ ঘরের বাইরে রং লাগানো নিষিদ্ধ ৯৯
◈ নেল পালিশ লাগানোর বিধান ৯৯
◈ পরচুলা, ট্যাটো ও লোহার দাঁত ব্যবহারের বিধান ১০০
◈ পরচুলা কি শুধুই মাথার আবরণ ১০১
◈ পার্লারে পুরুষ কর্তৃক নারীকে সাজিয়ে দেওয়ার বিধান ১০৩
◈ অপ্রয়োজনে পাবলিক টয়লেট/গোসলখানায় না যাওয়া ১০৩

নিকাব বিদয়াত নাকি ওয়াজিব ১০৬

◈ নিকাব পরিধান ওয়াজিব নয় ১১১
◈ হাত-মুখ খোলা রাখা জমহুর ফকিহদের অভিমত ১১২

বিভিন্ন মাজহাবে নিকাব ১১৩

◈ হানাফি মাজহাব ১১৩
◈ মালেকি মাজহাব ১১৪
◈ শাফেয়ি মাজহাব ১১৪
◈ হাম্বলি মাজহাব ১১৫
◈ অন্যান্য মাজহাব ১১৬
◈ হাত ও মুখমণ্ডল খোলা রাখা জায়েজের পক্ষে দলিল ১১৭
◈ যাদের মতে নিকাব ওয়াজিব ১২৮
◈ জমহুরের বক্তব্য অধিক গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ ১৩৯
◈ জরুরি জ্ঞাতব্য ১৪৩

সামাজিক কাজে নারীর অংশগ্রহণ ১৪৫

◈ হানাফি দেশগুলোতে নারীদের জন্য মসজিদ নিষিদ্ধ ১৫২
◈ নারীদের মসজিদে উপস্থিত হওয়ার দলিল ১৫২
◈ মহিলাদের মসজিদে গমনের অনুমতিসংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস ১৫৩
◈ হানাফিদের মতামত ১৫৮
◈ পূর্ববর্তী হানাফি আলিমদের অভিমত ১৫৮
◈ আধুনিক হানাফি আলিমদের অভিমত ১৬১
◈ হানাফিদের বক্তব্য থেকে বোধগম্য ১৬৩
◈ মহিলাদের মসজিদে যেতে উমর (রা.) নিষেধ করেননি ১৬৪

- মহিলাদের মসজিদে না যাওয়ার ব্যাপারে ইবনে হাজমের বক্তব্য১৬৪
- যারা মহিলাদের মসজিদে যাওয়া অনুমোদন করেন না, তাদের জবাব১৬৫
- আধুনিক সামাজিক প্রচলনের দাবি নারীদের মসজিদে উপস্থিত হওয়া১৭২
- পুরান ফতোয়ার ওপর অটল থাকা প্রচলনবিরোধী ১৭৩
- এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য ১৭৬
- মহিলাদের মসজিদে যাওয়া মাকরুহ প্রসঙ্গ ১৭৭

দাওয়াহ ও বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে নারীদের পশ্চাৎপদতা ১৮০

- সমাজ উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা ১৮১
- ইসলামি দাওয়া সম্প্রসারণে নারীর ভূমিকা ও অবদান১৮২
- বাড়াবাড়ি ও আলস্যের স্রোতে নারী ১৮৩
- নারীর জন্য মধ্যমপন্থা ১৮৪
- নারীদের অঙ্গনে ইসলামি কাজ কম হওয়ার কারণ ১৮৫
- নারীদের মাঝে ইসলামি আন্দোলন সাফল্যের উপায়১৮৬
- বাড়াবাড়িমূলক চিন্তার অনুপ্রবেশ ১৮৬
- নারী অঙ্গনে ইসলামি কাজ করার সমস্যা ১৮৮
- প্রশ্নের জবাব ১৯০

নারীদের কর্মক্ষেত্র ১৯২

- নারীদের কাজ বৈধ হওয়ার শর্ত ১৯৫

টিভি প্রোগ্রামে নারীদের উপস্থিতি ১৯৭

সংসদ নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ

- হারাম হওয়ার দলিল
- দুনিয়াবি শোভা-সৌন্দর্যের ব্যাপারে নবিপত্নীগণের অবস্থান
- নারীদের জন্য প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা
- একটি সন্দেহ ও তার নিরসন
- সংসদ সদস্যের দায়িত্ব

পাশ্চাত্য সমাজে নারী

আমাদের মুসলিম সমাজে নারীদের ব্যাপারে যতটা বাড়াবাড়ি করা হয়, অন্য কোনো ব্যাপারেই সত্যের সাথে মিথ্যার, ন্যায়ের সাথে অন্যায়ের এতটা বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির সংমিশ্রণ হয়নি। অথচ বাস্তবে অন্য কোনো দ্বীনে, মানুষের তৈরি ধর্মে, কোনো দর্শন কিংবা আদর্শে নারীকে ততটা মর্যাদা দেওয়া হয়নি, যতটা দিয়েছে ইসলাম।

ইসলাম নারীকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে, তার সাথে ইনসাফ করেছে, মানুষ হিসেবে নিশ্চিত করেছে তার যাবতীয় সুরক্ষা। নারী হিসেবে করেছে তার পৃষ্ঠপোষকতা। মেয়ে হিসেবে করেছে মূল্যায়ন। স্ত্রী হিসেবে তাকে দিয়েছে পূর্ণ অধিকার। মা হিসেবে তার প্রতিরক্ষার সব ব্যবস্থা করেছে। আর তাকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে স্বীকার করে নিয়েছে।

একজন পুরুষের মতোই নারীর ওপর পারিবারিক দায়িত্বভার অর্পণ করে ইসলাম তাকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে। পুরুষের মতো প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে ভালো-মন্দ প্রতিদানের। এমনকি মানুষকে সর্বপ্রথম যে ঐশী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাতেও পুরুষের সাথে নারী ছিল সমান অংশীদার। পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আ.) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আ.)-এর উদ্দেশে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ-

'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখানে যা ইচ্ছে খাও। কিন্তু এই গাছের নিকটেও যেয়ো না। গেলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে শামিল হবে।'[১]

নারীদের ওপর জুলুমকারী মানুষ দুই শ্রেণির

সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়তো খুব বাড়াবাড়ি করি কিংবা অতি শিথিল্য দেখাই। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করি খুবই কম। অথচ ইসলামি শিষ্টাচার ও মুসলিম উম্মাহর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—এই মধ্যমপন্থা অবলম্বন। আধুনিক যুগে মুসলিম নারীদের ব্যাপারে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের অভাব সবচেয়ে বেশি প্রকট।

সাধারণত দুই শ্রেণির মানুষ নারীদের ওপর বেশি জুলুম করে। যথা :

এক. তারা নারীদের ওপর পাশ্চাত্যের রীতি ও ঐতিহ্য চাপিয়ে দিতে আগ্রহী। অথচ নারী সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি ও মূল্যবোধ নষ্টের অন্যতম প্রধান উপকরণ এটি। এর দ্বারা ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সাথে তার স্বভাব-প্রকৃতিও বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে দূরে সরে যায় সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে, যা

---

[১] সূরা বাকারা : ৩৫

দেখানোর জন্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন। আর অবতীর্ণ করেছেন আসমানি কিতাব।

তারা চায়, মুসলিম নারীরাও সর্বক্ষেত্রে পশ্চিমাদের অনুসরণ করুক। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করে, তাহলেও মুসলিম নারীরা তাতে প্রবেশ করুক—যদিও তাতে রয়েছে সংকীর্ণতা, অন্ধকার ও উৎকট গন্ধ। অন্য কথায় এভাবেও বলা যায়—পশ্চিমা নারী যে ফ্যাশন ও স্টাইল মেনে চলে, মুসলিম নারীরাও তার অনুসরণ করুক অক্ষরে অক্ষরে।

অবশ্য পশ্চিমা অধুনা নারীদের অভিযোগ-অনুযোগের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে তাদের মন্দ পরিণতি, পারিবারিক ভাঙন, সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদি তারা সহজেই ভুলে থাকে। এহেন অবস্থায় পশ্চিমা সমাজের যে করুণ আর্তচিৎকার—তা যেন তাদের কানেই প্রবেশ করে না। বিজ্ঞানী, লেখক, সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক ও চিন্তাবিদরা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার যে বিষফল বর্ণনা করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত—তার প্রতিও তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ ও কর্ণপাত নেই।

তারা ভুলে যায়, পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য আলাদা আলাদা, যা তাদের ধর্মবিশ্বাস, জীবন পরিচালনার দর্শন, মূল্যবোধ ইত্যাদির ভিত্তিতে তৈরি হয়। তাই একটি সমাজকে অন্য সমাজের চিত্রে অঙ্কনের চেষ্টা করা কারও জন্য আদৌ সমীচীন নয়।

দুই. তারা নারীদের ওপর অন্যের ধর্মবিশ্বাস ও ঐতিহ্য চাপিয়ে দিতে আগ্রহী। অথচ প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের ধর্মবিশ্বাস কখনোই এক নয়। যদিও উভয় ধর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্র দেখতে অনেকটা একই রকম দেখা যায়। এর ওপর ভিত্তি করে কেউ যদি একের বিশ্বাস অন্যের জন্য বাধ্যতামূলক করে, তাহলে নিশ্চিত তার ধর্মীয় জ্ঞান যেমন ত্রুটিযুক্ত, তেমনই তার বিবেকবুদ্ধি ও আচার-আচরণও মন্দের দুষে দুষ্ট।

মানুষের কোনো মত-অভিমতই যে একেবারে নিষ্কলুষ ও পবিত্র নয়, তা তো সর্বজনস্বীকৃত। এ ছাড়াও মানুষের চিন্তা, বুদ্ধি, বিবেচনাও স্থান, কাল, বয়স, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অনুষঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর এর স্বপক্ষে প্রমাণ রয়েছে কুরআনে, নবিজির হাদিসে এবং খাইরুল কুরুনের সোনার মানুষ সাহাবিদের বক্তব্যে।

একটি মিথ্যা রটনা

মানুষের মুখে মুখে একটি মিথ্যা রটনা বহুল প্রচলিত। তাও আবার তারা তা নবিজির সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে—'তোমরা নারীদের সাথে পরামর্শ করো এবং বিরোধিতা করো তার মতামতের।'[২]

---

[২] ইমাম সাখাবি *আল মাকাসিদুল হাসানা* গ্রন্থে বলেন, হুদাইবিয়া সন্ধির সময় নবি (সা.) উম্মে সালামা (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করে তাঁর মতামত গ্রহণ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, নারীদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা নিশ্চিতভাবে জায়েজ। দ্র. *মাকাসিদুল হাসানা* : ৫৮৫। শাইখ আলবানি বলেন, বর্ণিত রটনার কোনো ভিত্তি নেই। দ্র. *আস সিলসিলাতুত দয়িফা* : ৪৩০

এ কথাটি একটি মওজু হাদিসে বর্ণিত, যার আদৌ কোনো ভিত্তি নেই। ইলমি দৃষ্টিকোণ থেকেও নেই এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা। বরং মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নবি (সা.) উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা (রা.)-এর সাথে পরার্মশ করেছেন। আর তাঁর পরামর্শ গ্রহণও করেছেন নবিজি। নিশ্চয় তাতে প্রচুর বরকত ও কল্যাণ নিহিত ছিল।[৩]

নারী মানেই অকল্যাণ : একটি মিথ্যা

আলি ইবনে আবু তালিব (রা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত করে বলা হয়—'নারী সম্পূর্ণরূপেই অকল্যাণকর। তার সবকিছুই অনিষ্টকর।'[৪]

এ কথাটিও অগ্রহণযোগ্য। ইসলামি দর্শনে কিংবা কুরআন-হাদিসের কোনো ভাষ্যেও তা স্বীকৃত নয়। এ বিষয়ে *ফতোয়ায়ে মুআসারা* গ্রন্থে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আলি (রা.) কি এ ধরনের কথা নিজের স্ত্রী ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ (সা.)-এর ব্যাপারে বলতে পারেন, যিনি হলেন জান্নাতি নারীকুলের সর্দার? নাকি বলতে পারেন ফাতিমার মা খাদিজার ব্যাপারে? আয়িশা (রা.)-এর ব্যাপারে? উম্মাহাতুল মুমিনদের ব্যাপারে? ফেরাউনের স্ত্রী ও মরিয়ম বিনতে ইমরানের ব্যাপারে? আল কুরআন মুসলিমাদের মুসলিমের সাথে, মুমিনাদের মুমিনের সাথে, অনুগত নারীদের অনুগত পুরুষের সাথে সংযুক্ত করে উল্লেখ করেছে। এ থেকেই বোঝা যায়—নারীদের মাঝেও রয়েছে প্রভূত কল্যাণ।

নারীদের স্বর সতরের অন্তর্গত

অনেকের ভাষ্য—নারীদের গলার স্বর সতরের অন্তর্গত। অতএব, কোনো নারীর জন্য স্বামী কিংবা মুহরিম ছাড়া অন্য পুরুষের সাথে কথা বলা জায়েজ নেই। কারণ, তাদের গলার স্বর স্বাভাবিকভাবেই সুমিষ্ট ও ফিতনা সৃষ্টির কারণ। অনেক ক্ষেত্রে তা পুরুষের মনে প্রবৃত্তিও জাগিয়ে তোলে।

আমি এ বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধানী ছিলাম। এ মতের পক্ষে অনেক দলিল খোঁজাখুঁজিও করেছি। কিন্তু একটিও এমন দলিল পাইনি, যার ওপর নির্ভর করা যায়। বরং এর উলটো বক্তব্য পেয়েছি।

---

[৩] হুদাইবিয়া সন্ধি সম্পাদিত হয়ে গেলে নবি (সা.) সাহাবিদের বললেন—'তোমরা এবার উঠে কুরবানি করো এবং মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হয়ে যাও।' বর্ণনাকারী বলেন, নবিজির এ কথায় একজন সাহাবিও উঠে কুরবানি করেননি এবং মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হননি; বরং সন্ধিকে পরাজয় মনে করে তাঁরা অত্যন্ত দুঃখ, চিন্তা ও মনস্তাপে বিচলিত ছিলেন। নবিজি তাঁদের তিনবার নির্দেশ দেওয়ার পরও একজন সাহাবিও তা পালনের জন্য উঠে দাঁড়াননি।

নবি (সা.) উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁদের এই অবস্থা বর্ণনা করলেন। তিনি পরামর্শ দিয়ে বললেন—'হে আল্লাহর নবি! আপনি এখান থেকে বের হয়ে তাঁদের কারও সাথে একটি কথাও বলবেন না; বরং নিজেই নিজের কুরবানি জবাই করুন এবং নাপিত ডেকে আপনার মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলুন।'

নবিজি বাইরে এসে সাহাবিদের কারও সাথেই কোনো কথা বললেন না। তিনি নিজের কুরবানি পশু জবাই করলেন। নাপিত ডেকে মাথা মুণ্ডালেন। সাহাবিরা এটা দেখে সবাই উঠে দাঁড়ালেন। নিজেদের পশু জবাই করে একে অন্যের মাথা মুণ্ডিয়ে দিতে লাগলেন। এমনকি এতে তাঁদের চিন্তা-পেরেশানিও অনেকটা কমে গেল। ইমাম বুখারি, *আশ-শুরুত* : ২৭৩১; মুসনাদে আহমাদ : ১৮৯২৭

[৪] *নাহজুল বালাগাহ* : ৯০৬

পর্দার অন্তরাল থেকে নবিজির স্ত্রীদের কাছে পর্যন্ত কোনো কিছু চাওয়ার কিংবা জানার অনুমতি দিয়েছে আল কুরআন। অথচ নিষিদ্ধ বিষয়ে নবিজির স্ত্রীদের ব্যাপারে কুরআন যেরূপ কড়াকড়ি করেছে, অন্যদের ব্যাপারে তা করেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ-

'তোমরা তাদের (নবিপত্নীগণের) কাছে কোনো কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাও।'[৫]

জানতে চাওয়ার অনুমতি থেকে বোঝা যায়, তাদের জবাব দেওয়ারও অনুমতি রয়েছে। আর উম্মাহাতুল মুমিনরা জবাব দিয়েছেনও। তাঁদের কাছে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরা ফতোয়া দিয়েছেন। তাঁদের কাছে কেউ হাদিস শুনতে চাইলে তাঁরা তা বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে আয়িশা (রা.)-এর বর্ণিত হাদিস তো সংখ্যায় প্রচুর।

পুরুষদের মজলিসে নারীরা এসেও নবিজির কাছে প্রশ্ন করেছে। নবি (সা.) এটা দোষণীয়ও মনে করেননি এবং তাঁদের এমন করতে নিষেধও করেননি।

উমর (রা.) খুতবা দিচ্ছিলেন মিম্বরে দাঁড়িয়ে। আর তখনই এক নারী উমর (রা.)-এর বক্তব্যকে খণ্ডন করেছে। অথচ উমর (রা.) তার এই বক্তব্য খণ্ডনকে অপছন্দ করেননি; বরং নিজের মত ভুল ও তার মত সঠিক হওয়ার কথা স্বীকার করে বলেছেন—'প্রত্যেকেই দেখছি উমরের চেয়ে বড়ো ফকিহ।'[৬]

সূরা কাসাসেও আমরা দেখতে পাই—শুআইব (আ.)-এর যুবতি মেয়ে মুসা (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে বলছেন—

إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا-

'আমার বাবা আপনাকে ডাকছে। আপনি আমাদের জন্তুগুলোকে যে পানি পান করিয়েছেন, তার প্রতিদান দেওয়ার জন্য।'[৭]

এর আগেও সে ও তাঁর বোন মুসা (আ.)-এর সাথে কথা বলেছিল। মুসা (আ.) তাঁদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, আর তাঁরাও জবাব দিয়েছিলেন ।

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ-

'মুসা জিজ্ঞেস করল—তোমাদের দুজনের ব্যাপার কী? তারা বলল— রাখালরা তাদের পশুকে সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের পশুকে পান করাতে পারি না। আর আমাদের পিতাও একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ।'[৮]

সুলাইমান (আ.) ও সাবার রানির মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল, কুরআন তা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছে। সাবার রানির সাথে তার মন্ত্রিপরিষদের যে আলাপ হয়েছিল, বর্ণনা করেছে তাও।

[৫] সূরা আহজাব : ৫৩

[৬] ইমাম তাহাবি, *শরহু মাআনিল আসার* : ৫০৫৯; বায়হাকি, *আস-সিদাক :* ৭/২৩৩

[৭] সূরা কাসাস : ২৫

[৮] সূরা কাসাস : ২৩

আর সর্বজনগ্রাহ্য মত হলো—পূর্ববর্তী শরিয়ায় যা সিদ্ধ, তা বৈধ আমাদের জন্যও। তবে আমাদের শরিয়ায় যদি তা রহিত করা হয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

অতএব, কুরআন কথা বলার অনুমতি দিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে নিষেধ করেছে নরম ও মিষ্টি স্বরে কথা বলতে। কারণ, এর দ্বারাই পুরুষ নারীর প্রতি আকৃষ্ট ও আসক্ত হয়ে ওঠে। কুরআন এটিকে এভাবে বর্ণনা করেছে—

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا-

‘হে নবিপত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো। তবে পরপুরুষের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। তোমরা সংগত কথা বলো।’[৯]

সুতরাং কোমল কণ্ঠে নরম স্বরে কথা বলা নিষিদ্ধ। কারণ, যার মনে আসক্তির রোগ আছে—তা তাদের জন্য প্রলুব্ধকর। তাই বলে পুরুষের সাথে সম্পূর্ণরূপে কথা বলা নিষিদ্ধ নয়। কারণ, আয়াতের শেষাংশে বলা হচ্ছে ‘তোমরা সংগত কথা বলো।’ অতএব, প্রয়োজনে কথা বলা দোষের নয়।

নারীদের ফিতনা

নারীদের সাথে কথা বলা নাজায়েজ হওয়ার পক্ষে অনেকেই রাসূল (সা.)-এর এ হাদিসটি বারবার উদ্ধৃত করে থাকে। নবি (সা.) বলেছেন—‘আমার পর পুরুষদের জন্য নারীদের ফিতনার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর আর কিছুই রেখে যাচ্ছি না।’[১০]

আমার বক্তব্য হলো, হাদিসে নারীদের ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে সত্য। তার মানে এই নয়, নারী মানেই পুরুষের জন্য অনিষ্টকর ও ক্ষতিকর। বরং উদ্দেশ্য—নারীদের ফিতনার প্রভাব এত বেশি, যা মানুষকে আল্লাহ ও আখিরাতের স্মরণ থেকে বিমুখ করে দেয়।

আর নারীদের চেয়েও যে ফিতনার ব্যাপারে আল্লাহ অধিক সতর্ক করেছেন তা হলো—সম্পদ ও সন্তানাদির ফিতনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ-

‘তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনাস্বরূপ।’[১১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

---

[৯] সূরা আহজাব : ৩২

[১০] সহিহ বুখারি : ৫০৯৬; সহিহ মুসলিম : ২৭৪০

[১১] সূরা তাগাবুন : ১৫

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تُلۡهِكُمۡ اَمۡوَالُكُمۡ وَلَاۤ اَوۡلَادُكُمۡ عَنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنۡ يَّفۡعَلۡ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ-

'হে মুমিনগণ, তোমাদের ধনসম্পদ আর সন্তানাদি তোমাদের যেন আল্লাহর স্মরণ হতে গাফেল করে না দেয়। যারা এমন করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।'[১২]

কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সম্পদকে খাইর বলেও উল্লেখ করেছেন। যেমন :

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الۡمَوۡتُ إِنۡ تَرَكَ خَيۡرًا الۡوَصِيَّةُ لِلۡوَالِدَيۡنِ وَالۡأَقۡرَبِينَ بِالۡمَعۡرُوفِ حَقًّا عَلَى الۡمُتَّقِينَ-

'তোমাদের নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে—তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে সে যদি ধনসম্পদ রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের জন্য বৈধভাবে অসিয়ত করার বিধান দেওয়া হলো। মুত্তাকিদের জন্য এটা অবশ্যপালনীয়।'[১৩]

اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوۡدٌ- وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيۡدٌ- وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الۡخَيۡرِ لَشَدِيۡدٌ-

'বস্তুত মানুষ তার রবের প্রতি বড়োই অকৃতজ্ঞ। নিশ্চয় সে নিজেই এ বিষয়ে সাক্ষী। আর খাইরের (ধনসম্পদের) প্রতি অবশ্যই সে খুবই আসক্ত।'[১৪]

অন্য আয়াতে সন্তানাদিকে নিয়ামত আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যা বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে আল্লাহ দান করেন।

يَهَبُ لِمَنۡ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنۡ يَّشَآءُ الذُّكُوۡرَ-

'তিনি যাকে চান কন্যাসন্তান দেন, আর যাকে চান দেন পুত্রসন্তান।'[১৫]

আল্লাহ তায়ালা বিশেষ অনুগ্রহে বান্দাকে সন্তানাদি ও নাতিপুতি দান করেন। এ ছাড়াও তা সর্বোত্তম রিজিকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ اَزۡوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمۡ مِّنۡ اَزۡوَاجِكُمۡ بَنِيۡنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمۡ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ-

'আল্লাহ তোমাদের স্বজাতির মধ্য হতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদের জন্য তোমাদের জোড়া থেকে পুত্র-পৌত্রাদি বানিয়েছেন এবং তোমাদের দিয়েছেন উৎকৃষ্ট রিজিক।'[১৬]

---

[১২] সূরা মুনাফিকুন : ০৯

[১৩] সূরা বাকারা : ১৮০

[১৪] সূরা আদিয়াত : ০৬-০৮

[১৫] সূরা শুরা : ৪৯

[১৬] সূরা নাহল : ৭২

অতএব, সম্পদ ও সন্তানাদির ফিতনার মতোই নারীদের ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। এর মানে এই নয়, সম্পদ ও সন্তানাদি মন্দ জিনিস। মন্দ নারীরাও; বরং উদ্দেশ্য হলো—নারীদের প্রতি এত বেশি আসক্ত ও ঘনিষ্ঠ হওয়া যাবে না, যা ফিতনার কারণ হয় এবং যা আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখ করে রাখে।

নারীদের ফিতনা, আবেগ ও ভালোবাসার জাদুর কাছে অধিকাংশ পুরুষই যে দুর্বল, তা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। বিশেষ করে তারা যদি কাউকে প্ররোচিত করে ফাঁসাতে চায়, তাহলে তাদের কৌশল যেকোনো পুরুষকেই কাবু করতে সক্ষম।

আর এ ব্যাপারে সতর্ক করা প্রয়োজনও ছিল, যাতে তাদের আবেগ ও কৌশলের ব্যাপারে পুরুষেরা সতর্ক হয়। আর তাদের সাথে অন্যায় শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারেও ধাবিত না হয়।

পূর্বেকার সব যুগের চেয়ে বর্তমানে নারীদের ফিতনা অধিক মারাত্মক। বর্তমানে শত্রুরা নারীদের এমন এক অপ্রতিরোধ্য হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে তারা মানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধকে সভ্যতা ও অগ্রগতির নামে একেবারে ধ্বংস করে দিচ্ছে!

মুসলিম নারীদের এসব ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি। যেন তারা ইসলামের শত্রুদের এ বিধ্বংসী হাতিয়ার সম্পর্কে অন্যদের সচেতন ও সাবধান করতে পারে। আর নিজেরাও প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে খাইরুল কুরুনের কল্যাণের ওপর। তারা মার্জিত, ভদ্র ও শোধিত হয় মেয়ে হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে এবং মা হিসেবে। দ্বীন, সমাজ ও জাতির সবার জন্য তারা হয় অফুরন্ত কল্যাণের কারণ। এর দ্বারাই তাদের উভয় জগতের জীবন হবে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত।

সুফাহা দ্বারা উদ্দেশ্য

আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا-

‘আর তোমরা সুফাহাদের তোমাদের ধনসম্পদ অর্পণ করো না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য করেছেন জীবিকার মাধ্যম এবং তোমরা তা থেকে তাদের আহার দাও, পরিধান করাও এবং উত্তম কথা বলো।’[১৭]

কিছু মুফাসসিরের মতে, আয়াতে ব্যবহৃত সুফাহা শব্দ দ্বারা নারী ও শিশু উদ্দেশ্য। কিন্তু এ মতটি নিতান্তই দুর্বল; যদিও মতটির সম্বন্ধ করা হয় উম্মাহর পণ্ডিত হিসেবে খ্যাত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দিকে। যদি এটি তাঁর দিকে সম্বন্ধ করা সঠিক হয় এবং সালাফদের অনেকেই তা গ্রহণও করে থাকেন— তবুও এই মতটি দুর্বল।[১৮] কারণ, জমহুর আলিমগণের মতে—সাহাবিদের

---

[১৭] সূরা নিসা : ০৫

[১৮] *তাফসিরে তাবারি* : ৭/৫৬২; ইবনে জাওজি, *জাদুত তাফসির* : ১/৩৭১। আল্লাহর বাণী ‘তোমরা সুফাহাদের তাদের ধনসম্পদ অর্পণ করো না’ এ আয়াতে সুফাহা দ্বারা কী উদ্দেশ্য? তা নিয়ে পাঁচটি মতামত রয়েছে।
এক. নারীরা উদ্দেশ্য। এ মতটি ইবনে উমর (রা.)-এর।

থেকে বর্ণিত কুরআনের তাফসির এমন দলিল নয়, যা অন্যের জন্য মানা জরুরি। আর এমন তাফসিরের মান মারফু হাদিসের সমপর্যায়েরও নয়। যদিও কিছু মুহাদ্দিস এমন তাফসিরকে মারফু হাদিসের মান দিয়ে থাকেন। বরং তা নিতান্তই সাহাবির মতামত ও ইজতিহাদ হিসেবে স্বীকৃত। আর ইজতিহাদ ভুল হলেও তারা সওয়াবের অধিকারী হবেন।

সাহাবিদের মতামতের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা.) নিজেই বলেছেন— 'নবির কথা ছাড়া প্রত্যেকের কথাই প্রত্যাখ্যাত হতে পারে, আবার হতে পারে গ্রহণযোগ্যও।'[১৯]

নবি (সা.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর জন্য দুআ করেছিলেন—'হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে তাবিলের জ্ঞান দান করো।'[২০] নবি (সা.)-এর দুআর অর্থ এই নয়, তিনি যা মত দেবেন তা-ই বিশুদ্ধ। বরং তিনি যত ব্যাখ্যা করবেন, তার অধিকাংশ ব্যাখ্যা যেন বিশুদ্ধ হয়। নিঃসন্দেহে তাফসির ও ফিকহি বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এমন অনেক মতামত ও ইজতিহাদ রয়েছে, যেগুলোর সাথে জমহুর সাহাবা ও অধিকাংশ উম্মাহ একমত হয়নি।

আয়াতে বর্ণিত সুফাহা শব্দের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.) নারী কিংবা নারী ও শিশু উদ্দেশ্য বলে যে মত দিয়েছেন, তা কয়েকটি দিক থেকে দুর্বল।

প্রথমত, সুফাহা শব্দটি পুরুষবাচক শব্দ সাফিহ (سَفِيْه)-এর জামউ তাকসির।[২১] সাফিহা (سَفِيْهَةٌ) শব্দের বহুবচন নয়। যদি শব্দটির একবচন সাফিহা হতো, তাহলে বহুবচন হতো সাফিহাত (سَفِيْهَات) কিংবা সাফাইহ (سَفَائِه)।

দ্বিতীয়ত, সুফাহা নিন্দাবাচক শব্দ। এর অর্থ হলো—যার বুদ্ধি কম। আর বুদ্ধি কম থাকায় আচরণ ও লেনদেনও হয় মন্দ। এ কারণে কুরআনের কয়েক জায়গায় কেবল নিন্দার্থেই শব্দটির ব্যবহার এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۗ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ-

দুই. নারী ও শিশুরা উদ্দেশ্য। এ মতটি সাইদ ইবনে জুবায়ের, কাতাদা, দাহহাক, মাকাতিল, ফাররা, ইবনে কোতায়বা, হাসান ও মুজাহিদের।

তিন. শিশুরা উদ্দেশ্য। এ কথা বলেছেন আবু মালেক। তবে এ তিনটি মতই ইবনে আব্বাস ও হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত।

চার. এতিম। এ মতটি ইকরামার। সাইদ ইবনে জুবায়েরেরও এটি একটি মত।

পাঁচ. সব ধরনের নির্বোধ লোকই সুফাহার অন্তর্গত। বিশেষ করে নির্বোধদের যারা অন্যের অধীনে প্রতিপালিত হয়। এ মতটি *ইবনে জারির* দিমাশকি ও আবু সুলাইমানসহ প্রমুখের।

[১৯] আবু নুয়াইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া* : ৩/৩০০

[২০] সহিহ বুখারির হাদিসের ভাষ্য হলো—হে আল্লাহ! তাঁকে কিতাবের জ্ঞান দান করো। হাদিস : ৭৫। হে আল্লাহ! তাঁকে দ্বীনের জ্ঞান দান করো। হাদিস : ১৪৩। আর মুসলিমের ভাষ্য হলো—হে আল্লাহ! তাঁকে জ্ঞান দান করো। হাদিস : ২৪৭৭

[২১] আরবি ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী একবচন শব্দকে ভেঙে বহুবচন তৈরি করা হলে তাকে জামউ তাকসির বা ভঙ্গুর বহুবচন বলে।

‘যখন তাদের বলা হয়, যেসব লোক ঈমান এনেছে তাদের মতো তোমরাও ঈমান আনো। তারা বলে, সুফাহারা যেমন ঈমন এনেছে, আমরাও কি তেমনি ঈমান আনব? আসলে তারাই সুফাহা। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।’[২২]

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا-

‘শীঘ্রই সুফাহারা বলবে, কীসে তাদের ফিরিয়ে দিলো সেই কিবলা হতে, তারা যারা অনুসরণ করে আসছিল?’[২৩]

অতএব, বোঝা গেল সুফাহা নিন্দাজ্ঞাপক শব্দ। কেউ নিন্দনীয় কিছু না করলে কখনোই তার নিন্দা করা যায় না। তাই একজন নারীকে কীভাবে নারী হিসেবে নিন্দা করা যেতে পারে? অথচ সে তো নিজে নিজেকে নারী হিসেবে সৃষ্টি করেনি, সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা। আর নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন—

بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ-

‘তোমরা একে অপরের অংশ।’[২৪]

আর হাদিসে নবি (সা.) বলেছেন—‘নারীরা হলো পুরুষের অর্ধেক।’[২৫]

শিশুদের ব্যাপারেও একই কথা। আল্লাহ তায়ালাই মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। নির্ধারণ করেছেন জীবনের নানা পর্যায়। শিশু থেকে বালক, যুবা ও বৃদ্ধ পর্যন্ত। অতএব, একজন শিশুকে শিশু হওয়ার কারণে কী করে নিন্দা করা যায়? এতে তো তার কোনো হাত নেই।

আমরা মুহাদ্দিসগণের তাফসিরের দিকে লক্ষ করে দেখতে পাই, তাদের সবাই এ আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শাইখুল মুফাসসিরিন ইমাম তাবারির মত অনুসরণ করেছেন।[২৬] সাইয়্যেদ রশিদ রিদা *তাফসিরুল মানার*-এ লেখেন—‘এখানে সুফাহা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারা, যারা সম্পদ অপচয় করে; অপ্রয়োজনে ব্যয় করে। সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লাভজনক ক্ষেত্র নির্বাচনেও তারা অক্ষম। তাদের বিনিয়োগ হয় প্রায়ই এমন ক্ষেত্রে, যা লস প্রজেক্ট।’[২৭]
এ আয়াতে উল্লিখিত সুফাহা শব্দের ব্যাখ্যায় সালাফদের মতবিরোধও তিনি উল্লেখ করেছেন। আর ইবনে জারির তাবারির মতকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন— বালক-বৃদ্ধ ও পুরুষ-নারীর যারাই নির্বোধ, তারাই সুফাহার অন্তর্গত।’

ইমাম মুহাম্মাদ আবদুহু বলেন—‘আল্লাহ তায়ালা পূর্বের আয়াতে এতিমদের তাদের সম্পদ প্রদানের এবং নারীদের তাদের প্রাপ্য মোহর প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ আয়াতে বলেছেন, সুফাহাদের তোমরা তোমাদের সম্পদ দিয়ো না। আল্লাহ তায়ালা এখানে সুফাহা বলে

[২২] সূরা বাকারা : ১৩
[২৩] সূরা বাকারা : ১৪২
[২৪] সূরা আলে ইমরান : ১৯৫
[২৫] *সহিহ আল জামিউস সগির* : ১৯৭৯
[২৬] *তাফসিরে তাবারি* : ৭/৫৬৮
[২৭] *তাফসিরুল মানার* : ৪/৩১০

এতিম ও নারী উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ এতিম প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে তাকে তার সম্পদ বুঝিয়ে দাও। নারীকে বুঝিয়ে দাও তার মোহর। কিন্তু তারা যদি নির্বুদ্ধিতার কারণে সম্পদ পরিচালনায় অক্ষম হয়, তাহলে তা তাদের হাতে তুলে দিয়ো না, যাতে তাদের সম্পদ বিনষ্ট না হয়। আয়াতে আল্লাহ তায়ালা "তোমাদের সম্পদ" বলেছেন। তাদের সম্পদ বলেননি। এখানে তোমাদের সম্পদ বলার দ্বারা অলিদের তথা অভিভাবকদের কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

এক. বিনিয়োগ বা অন্য কারণে যদি সাফিহের সম্পদ বিনষ্ট হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে, অলির নিজের মালই বিনষ্ট হয়েছে। আর এমতাবস্থায় সাফিহের ভরণপোষণের জন্য অলির নিজের সম্পদ ব্যয় করা ওয়াজিব।

দুই. সাফিহ বুদ্ধিমান হয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের মতো জনকল্যাণ ও অন্যান্য ভালো কাজে এ সম্পদ ব্যয় করলে, এর সওয়াবের একটি অংশ অলির আমলনামাতেও যোগ হবে।

তিন. প্রত্যেকেই যখন একে অন্যের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে, পুরো জাতির মাঝেই সহযোগিতা ও কল্যাণের মনোভাব ছড়িয়ে পড়বে।'

নারীদের ব্যাপারে সাধারণ নীতি

নারীদের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার আগে আমি এখানে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক করা জরুরি মনে করছি।

এক. সুস্পষ্ট ও প্রামাণ্য নস ছাড়া আমরা নিজেদের ওপর কোনো কিছু আবশ্যক করব না। যেসব নস সুস্পষ্ট ও প্রামাণ্য নয়, তার উদাহরণ—দুর্বল হাদিস। কিংবা এমন হাদিস, যা দ্বারা একাধিক বিষয় বোঝানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এমন আয়াতের তাফসির, যা বিশেষ কারও ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। বিশেষ করে সামাজিক ও বৃহৎ কোনো বিষয়ে নাজিল হওয়া নসের ভিত্তিতে এমন কোনো কিছু আবশ্যক করা যাবে না, যা মানুষের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তা সহজ করার দাবিদার।

দুই. এমন অনেক ফতোয়া ও তাফসির রয়েছে, যা প্রত্যেক যুগ ও পরিবেশের উপযোগী বলে আমরা স্বীকৃতি দিতে পারি না। বরং প্রত্যেক যুগ ও ঘটনার প্রেক্ষাপটে তা পরিবর্তনের দাবিদার। এ কারণেই মুহাক্কিক ও গবেষক আলিমদের ভাষ্য হলো—স্থান, কাল, পরিবেশ ও অবস্থার ভিত্তিতে ফতোয়া পরিবর্তিত হয়।

এমন ফতোয়ার অধিকাংশই নারীসংক্রান্ত। আধুনিক যুগে অনেকে এসবের ভিত্তিতেই নারীদের মসজিদে গমনকে হারাম পর্যন্ত বলেছেন। অথচ নবি (সা.)-এর যুগ ও সাহাবিদের যুগে নারীদের নির্বিঘ্নে মসজিদে গমনের অনুমতি ছিল। কিন্তু যুগের পরিবর্তের কারণে তাঁরা ফতোয়া পরিবর্তন করেছেন।

তিন. আধুনিক প্রাচ্যবিদরা নারীদের ব্যাপার নিয়ে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে। তারা নারী বিষয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে এমন এমন অভিযোগ আনে, যা থেকে ইসলাম সম্পূর্ণ মুক্ত। তাদের দাবি, ইসলাম নারীদের ওপর অত্যাচার করেছে! তাদের শক্তি ও মেধাকে অকেজো করে বসিয়ে রেখেছে। প্রমাণ হিসেবে তারা উদ্ধৃত করে কট্টরপন্থি কয়েকজন মুতাআখখিরিন ও সমকালীন আলিমের অভিমত।